দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 16 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible] ...

মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মালয়েশিয়া ক্যাম্পাস

বাংলাদেশি দুই ডজন শিক্ষার্থীর খোঁজ নেওয়া হচ্ছে

- আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে —এম সাখাওয়াত
- শোলাকিয়ার ঘটনায় সাকিব মাস্টারকে খুঁজছে পুলিশ

হাবিব রহমান ●

মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মালয়েশিয়া ক্যাম্পাসে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। রাজধানীর গুলশানে জঙ্গি হামলায় অংশ নেওয়া নিবরাস ইসলাম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। মালয়েশিয়ার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫০ থেকে ৩০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। এর মধ্যে অন্তত দুই ডজন সন্দেহভাজন শিক্ষার্থীর বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে যারা ক্লাসে অনিয়মিত। তাদের এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

বাংলাদেশি দুই ডজন শিক্ষার্থীর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) মধ্যে নিবরাসের সঙ্গে বেশ কয়েকজনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাদের কেউ এ ধরনের নেটওয়ার্কে জড়িয়েছে কিনা তা জানার চেষ্টা চলছে। গুলশান ও শোলাকিয়ার পৃথক দুটি জঙ্গি হামলার ঘটনা তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন আমাদের সময়কে বলেন, সেখানে বাংলাদেশি এক শিক্ষার্থী জড়িত ছিল। আরও কয়েকজন থাকতেও পারে। এ ঘটনার পর মালয়েশিয়া সরকার এক স্টেটমেন্টে বলেছিল তারা মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ে খবর নেবে। এটা করবে নিজেদের স্বার্থেই। কারণ এ মুহূর্তে মালয়েশিয়া বাংলাদেশের চেয়ে বেশি হুমকিতে রয়েছে। সূত্রে জানা গেছে, শোলাকিয়ার ঈদ জামাতের অদূরে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার নেপথ্যে ছিলেন সাকিব মাস্টার। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এই সাকিব মাস্টারকে খুঁজছে।

সাখাওয়াত হোসেন আরও বলেন, মালয়েশিয়ার গণমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ জন মালোয়ানভাষী আইএসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই অঞ্চলে আইএসের হয়ে যে সংগঠনটা কাজ করছে তার নাম হলো 'কাবিতা নুছামতারা'। সংগঠনটি যারা চালাচ্ছে তাদের মধ্যে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার লোকও রয়েছে। মালয়েশিয়ায় কিছুদিন আগে একটা হামলা হয়েছিল। এটি করেছিল মালয়েশিয়ান আইএস। দেশটির আইজি খালেদ আবু বকর বলেছিলেন, আইএস যোদ্ধাদের নির্দেশেই ওই হামলা হয়। মালয়েশিয়ান সরকার এটা নিয়ে লুকোচুরি করছে না। মালয়েশিয়ার সরকার কিন্তু বলছে না তাদের সেখানে এ ধরনের সমস্যা নেই। এই নিরাপত্তা বিশ্লেষক আরও বলেন, মালয়েশিয়ান পুলিশের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এতে উদ্বুদ্ধ করেন মালোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আহমদ মোহাম্মদ খলিল। দেশটিতে তামিল, চায়নিজসহ বিভিন্ন দেশের লোক রয়েছে। মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একটি বাংলাদেশি ছেলে ইরাক-সিরিয়াতে গিয়েছিল বলে সে দেশের গণমাধ্যম খবর দেয়। সেখানে যদি এরকম হয় তাহলে মালয়েশিয়া সরকারই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। মালয়েশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ভালো। বাংলাদেশও তাদের কাছে এ বিষয়ে সহায়তা চাইতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নিবরাস ইসলাম ঢাকার টার্কিশ হোপ স্কুল এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমান মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মালয়েশিয়া ক্যাম্পাসে। মূলত মোনাস বিশ্ববিদ্যালয় অস্ট্রেলিয়ার একটি নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৪ সালের পর থেকেই বদলে যেতে থাকেন নিবরাস। গত বছরের শেষের দিকে ঢাকায় ফিরলেও তা জানতেন না নিবরাসের পরিবার। এর আগে নিবরাস ছিলেন প্রাণবন্ত এক তরুণ। মেয়েদের কাছেও আকর্ষণীয় ছিলেন নিবরাস এমন তথ্য তার এক বন্ধু বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান। ভালবাসতেন ফুটবলও। সেই নিবরাসই হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর জঙ্গি।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি সূত্র জানায়, মূলত মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মালয়েশিয়া ক্যাম্পাসের বাংলাদেশি ছাত্রদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং যাচাই-বাছাই চলছে। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে ইতোমধ্যে কথা উঠেছে। এ জন্য মালয়েশিয়া সরকারের কাছে এসব শিক্ষার্থীদের বিষয়ে তথ্য চাওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন একাধিক কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মকর্তা বলেন, সন্দেভাজন কিছু ছাত্রের বিষয়ে খবর নেওয়া হচ্ছে। যদি কারও বিরুদ্ধে উগ্রপন্থায় জড়িয়ে পড়ার তথ্য-প্রমাণ উঠে আসে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।